শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছে। অতি সত্বরই সে জন ধর্ম্মজীবন হইবে এবং নিরন্তর দুষ্কর্ম্ম হইতে অনুতপ্ত হৃদয়ে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ যে জন আমার অনন্য ভক্তিতে বিশ্বস্ত হইয়াছে, তাহার কখনও নাশ নাই। যদি অসদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিও শ্রীহরিভক্তি অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়, তাহা হইলে সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি যে অধিকারী হয়—এ বিষয়ে আর কি বলিব? "অপি চেৎ সুদূরাচার" এই শ্লোকস্থ "অপি" শব্দে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ই ভক্তি অনুষ্ঠানে অধিকারী—এ বিষয়ে ১১।১১।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শ্রীমুখেই আদেশ করিয়াছেন; যথা—জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ' হে উদ্ধব! যাহারা দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বাত্মা সচ্চিদানন্দাদিরূপে আমাকে জানিয়াই হউক অথবা না জানিয়াই হউক, কেবল শ্রীব্রজরাজনন্দনাদিরূপে নিজের অভীপ্সিত দাস্যাদিভাবের মধ্যে একতর ভাবেই আমাকে ভজন করিতেছে কিন্তু কখনও অন্যভাবে ভজে না, তাহাদিগকে কিন্তু আমি ভক্ততম বলিয়াই মনে করি—এই প্রমাণে জ্ঞানী অজ্ঞানী—এই দুই প্রকার ব্যক্তিতেই ভক্তির বৃত্তি দেখান হইয়াছে। অন্যত্র "হরির্হরতি পাপনি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ"। অর্থাৎ দুষ্টচিত্তজনগণও যদি শ্রীহরিকে স্মরণ করে, তাহা হইলে শ্রীহরি তাহাদিগের সর্ব্বপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন—ইত্যাদি প্রমাণে পাপীজনের হরিভক্তিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিষয়-বিরক্ত ও বিষয়াসক্ত উভয়বিধ ব্যক্তিই যে ভক্তি অনুষ্ঠানে অধিকারী, সে বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।১৪।১৭ শ্লোকে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। যথা—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায় প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে"॥

হে উদ্ধব! আমার ভক্ত ভক্তিপ্রারম্ভে বিষয়রাশিকর্ত্তৃক আকৃষ্যমান হইয়াও প্রায়শঃ সমর্থাভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না। এই প্রমাণে বিষয়াসক্তজনেও ভক্তির অধিকারিতা দেখান হইয়াছে; অতএব, বিষয়-বিরক্তজন যে ভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না—ইহা বলাই বাহুল্য। "বাধ্যমানোঽপি" এই শ্লোকস্থ অপি শব্দের দ্বারা এই অর্থই ধ্বনিত হইতেছে। মুমুক্ষু, মুক্তপুরুষে যে ভক্তির বৃত্তি আছে, তাহা এই নিম্ন শ্লোকে দেখাইতেছেন—

মুমুক্ষবো ঘোররূপাং হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥